সত্যজিৎ ও রায় পরিবারের শিশুসাহিত্যচর্চা

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

পুনশ্চ

ভূমিকা

আমাদের সাহিত্যে দুটি পরিবার। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার আর ময়মনসিংহের রায়চৌধুরী-পরিবার। দুই পরিবারের মধ্যে অবশ্য এক মৌলিক পার্থক্য আছে। অবনীন্দ্রনাথকে মাথায় রেখেও বলতে হয়, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের অধিকাংশজনই বালকপাঠ্য লেখা সেভাবে লেখেননি, সাবালকপাঠ্য সাহিত্য-রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ছোটোদের লেখা রাশি রাশি না লিখলেও 'সহজপাঠ'-এর মতো বই লিখেছিলেন। সে বই শিশুসাহিত্যের ভাণ্ডারে এক অমূল্য সম্পদ।

রায়চৌধুরী-পরিবার প্রথম থেকেই শিশুসাহিত্যমুখী। এই পরিবারের যাঁরা সাহিত্যচর্চা করেছেন, তাঁরা সকলেই ছোটোদের নিয়ে ভেবেছেন। ছোটোদের জন্য লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন, পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। ছোটোদের কথা ভেবে নিজেদের উৎসর্গ করা, এতেই ছিল তাঁদের আনন্দ। উপেন্দ্রকিশোরের হাত ধরেই আনন্দ-যাপনের সূচনা, তিনিই 'এই উজ্জ্বল যুগের আদি পুরুষ।'

উপেন্দ্রকিশোর গোটা পরিবারটিকে শিশুসাহিত্যমুখী করে তুলেছিলেন। পৃথিবীর শিশুসাহিত্যের ইতিহাসে এমন আরও একটি পরিবারের সন্ধান পাওয়া যাবে না, যে পরিবার শিশুসাহিত্যে রায়চৌধুরী-পরিবারের মতো নিবেদিত-প্রাণ। ওই উজ্জ্বল যুগের আদিপুরুষ উপেন্দ্রকিশোর অগ্রজ-অনুজদের শুধু নয়, নিজের সন্তান-সন্ততিদের মনেও শিশুসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ-ভালোবাসা জাগ্রত করেছিলেন। দুঃখের বিষয়, উপেন্দ্রকিশোর দীর্ঘজীবী হননি। বিশ্বযুদ্ধ তখন শুরুর মুখে। ও দেশ থেকে ডায়াবেটিসের ওষুধ আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। প্রায় বিনা ওষুধে মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে মৃত্যু হয়েছিল তাঁর। তাঁকে নিয়ে লীলা মজুমদার একটি বই লিখেছিলেন। সে বইতে আছে, মৃত্যুকালে পত্নী বিধুমুখীকে তিনি বলেছিলেন, 'চোখ বুজলেই কী সুন্দর আলো দেখি।'

আলোর পথের যাত্রী উপেন্দ্রকিশোর শিশুসাহিত্যের প্রাঙ্গণ আলোকিত রাখার ভার বুঝি তাঁর উত্তরপুরুষের হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন। উপেন্দ্রকিশোর প্রদীপ জ্বেলেছিলেন। সেই প্রদীপে আরও নতুন নতুন প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়েছে। আমাদের দুর্ভাগ্য, উপেন্দ্রকিশোরের সন্তান-সন্ততিরা অনেকেই দীর্ঘজীবী হননি। যিনি আমাদের কাছে চিরবিস্ময়, সেই সুকুমার

সাঁইত্রিশে পৌঁছোনোর আগেই কালাজ্বরে মারা গিয়েছিলেন। কন্যা শান্তিলতা মারা গিয়েছিলেন সাতাশে। অল্প বয়সেই শান্তিলতা এমন কিছু কবিতা 'সন্দেশ'-এর পাতায় লিখেছিলেন, যা আজও আমাদের চমকিত করে।

চিরবহমান একটি পরিবার। উপেন্দ্রকিশোরের সন্তান-সন্ততিদের বা তাঁর অগ্রজ-অনুজদের সন্তান-সন্ততিদের কালেই এই প্রবহমানতা স্তব্ধ হয়ে যায়নি। বরং বেগবান হয়েছে। লীলা মজুমদারের তো কোনো তুলনাই হয় না। অনাবিল আনন্দময় তাঁর রচনাসম্ভার ছেলেবেলাটিকে মহার্ঘ করে তোলে। বড়োবেলায় পৌঁছেও ওই ছেলেবেলার কাছেই বারবার ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। সত্যজিৎ রায় বাপ-ঠাকুরদার 'সন্দেশ'কে নতুন করে ফিরিয়ে এনে ছোটোদের জন্য তাঁর নিজের লেখালেখিকে শুধু সুনিশ্চিত করেননি, রায়বাড়ির শিশুসাহিত্যচর্চায় প্রাণের সঞ্চার করেছেন। এ কথা বলার পরও বোধহয় সব বলা হল না, বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রাঙ্গণটি তিনি একাই আরও বিস্তৃত, আরও প্রাণময় করে তুলেছিলেন। তাঁকে সামনে রেখেই আমরা এ বইয়ের নামকরণ করেছি। চলচ্চিত্রে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেও শিশুসাহিত্য নিয়ে ভেবেছেন, শত ব্যস্ততার মধ্যেও নিরবচ্ছিন্নভাবে লিখেছেন, সত্যিই তাঁর তুলনা হয় না।

শিশুসাহিত্যের লক্ষ্মণরেখায় সীমায়িত না করে আমাদের বলা উচিত, সামগ্রিকভাবেই বাংলা সাহিত্যে রায়চৌধুরী-পরিবারের অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। শিশুসাহিত্য তো মূল সাহিত্যধারারই শাখাবিশেষ। তাছাড়া আপাতভাবে যা শিশুপাঠ্য, বালক-কিশোরপাঠ্য, বড়ো বয়সে অর্থ-গভীরতায় তা সাবালকপাঠ্য বলেই মনে হয়। রায়চৌধুরী-পরিবারের সাহিত্যচর্চা মানে উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার, লীলা ও সত্যজিৎ। সন্দেহ নেই যে, উচ্চারিত এই চারজনই ক্ষমতাবান। অভাবনীয় তাঁদের অবদান। এর বাইরেও এই পরিবারে রয়েছেন আরও কয়েকজন, শিশুসাহিত্যে যাঁরা অপরিহার্য, যাঁদের বাদ দিয়ে বাংলা শিশুসাহিত্যের কথা ভাবা যায় না। কুলদারঞ্জন রায়, সুখলতা রাও বা সুবিনয় রায়চৌধুরীর ভূমিকা তো শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেই হয়। তেমনভাবে আলোচনার আলোয় আসেননি, আড়ালে রয়েছেন, এমনও আছেন কেউ কেউ। তাঁদের সবাইকে নিয়ে এ বই। রায়চৌধুরী-পরিবারের শিশুসাহিত্যচর্চার ইতিবৃত্ত। স্বীকার করা ভালো, এই ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণতা পায়নি, রূপরেখা তৈরি হয়েছে মাত্র। প্রবন্ধগুলি বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে মুদ্রিত। ফলে কোথাও কোথাও পুনরাবৃত্তি আছে। সহৃদয় পাঠকের প্রতি আমাদের আস্থা আছে। তাঁরা এই বিষয়টিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। এ বইয়ের কয়েকটি লেখা আমার অন্য দু-একটি বইতে আছে। রায়চৌধুরী-পরিবার-সংক্রান্ত লেখা বলেই এই সংকলনেও তা গ্রন্থিত করা হয়েছে। সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি এই পরিবারের প্রকাশন ব্যবসা ও পত্রিকা-প্রকাশের কথাও এসেছে। ওই দুই বিষয় নিয়ে পৃথক প্রবন্ধ রয়েছে। প্রকাশন-ব্যবসা ও পত্রিকা- প্রকাশের সঙ্গে সাহিত্যচর্চাও সম্পৃক্ত। কেউ হয়তো বলতেই পারেন, এই পরিবারের ক্রীড়াচর্চার কথা

এসেছে কেন। খুবই সংগত প্রশ্ন। এই প্রবন্ধটি কয়েক বছর আগে লিখেছিলাম 'খেলা' পত্রিকায় শারদীয় সংখ্যায়। রায়চৌধুরী-পরিবারের যাঁরা ক্রীড়াচর্চার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন, নিয়মিত চর্চা করতেন, তাঁরা অনেকেই সাহিত্যেও মনোনিবেশ করেছিলেন। যে হাতে কলম ধরতেন, সে হাতে ব্যাট ধরেছেন, বল লুফেছেন। শুধু ক্রিকেটে নয়, অন্য খেলাতেও অংশ নিয়েছেন। এক সাহিত্য-ব্যক্তিত্বের এ যেন ভিন্নতর রূপ। সে রূপের কথা জেনে আমরা নিশ্চিত পুলকিত হব।

বইয়ের পরিশিষ্ট-অংশে উপেন্দ্রকিশোরের অগ্রজ মুক্তিদারঞ্জন রায়ের একটি প্রাসঙ্গিক লেখা রাখা হল। লেখাটি সদ্য আবিষ্কৃত, খুব সম্প্রতি 'বিচিত্রপত্র'-র 'প্রবন্ধ বার্ষিকী'তে প্রকাশিত। এই মূল্যবান লেখাটির জন্য 'বিচিত্রপত্র'র উপদেষ্টা সন্দীপ রায়কে কৃতজ্ঞতা জানাই। পত্রিকার তিন সম্পাদক সৌরদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, অয়ন চট্টোপাধ্যায় ও সৌম্যকান্তি দত্ত আমার পরম স্নেহভাজন। ওদের জন্য ভালোবাসা ও শুভকামনা রইল।

মসৃয়ার সুবিখ্যাত এই পরিবারটি 'রায়চৌধুরী', না 'রায়'—এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মুক্তিদারঞ্জনের এই মূল্যবান রচনাটিতে। 'রায়বাড়ি' বলতে বাংলা সাহিত্যে এই পরিবারটিকেই বোঝায়। উপেন্দ্রকিশোর 'রায়চৌধুরী' লিখতেন। সুবিনয়ও সব লেখায়, বইতে 'রায়চৌধুরী' লিখেছেন। আবার সুবিমল 'রায়' লেখার পক্ষপাতী ছিলেন। আমরা নামোল্লেখের সময় যে যেমন লিখতেন, যেমন তাঁদের বইতে আছে, ঠিক তেমনই পদবি ব্যবহার করেছি।

বইটির পরিশিষ্ট-অংশে রায়-পরিবারের সদস্যদের বইয়ের তালিকা দেওয়া হল। এ তালিকা কখনোই সম্পূর্ণ বলে আমরা দাবি করছি না। তালিকাটি অবশ্যই অসম্পূর্ণ, প্রাথমিক খসড়া মাত্র। শিশুসাহিত্যে নিবেদিত-প্রাণ এই পরিবারের কারও কারও বইয়ের সংখ্যা অসংখ্য। বইগুলির বিস্তারিত তথ্য দিয়ে তালিকা তৈরি করলে ফর্মার পর ফর্মা শুধু তালিকার জন্যই বরাদ্দ করতে হত। আমরা এই ক্ষেত্রে নির্বাচিত বইয়ের নাম উল্লেখ করেছি। উপেন্দ্রকিশোর-সুকুমার বা ওইরকম আরও দু-একজনের ক্ষেত্রে যেমন বিশদ তথ্য একত্রিত করার চেষ্টা করেছি, তেমন আর পরে করা হয়নি। দেওয়া হয়েছে সংক্ষিপ্ত গ্রন্থতালিকা। 'সংক্ষিপ্ত' হয়েও অবশ্য শেষ পর্যন্ত আর তেমন 'সংক্ষিপ্ত' থাকেনি।

বইটি অন্তত তিন বছর আগে প্রকাশ হতে পারত। প্রুফ না দেখে দেওয়ার জন্যই বের হতে পারেনি। এরপরও 'পুনশ্চ'-প্রকাশন সংস্থার কর্ণধার সন্দীপ নায়ক আমায় সহ্য করেন। বইটি সযত্নে তিনি প্রকাশ করলেন। তাঁর এই প্রীতিময় আনুগত্য আমায় বারবারই ধন্য করে। তাঁকে অন্তরের শুভেচ্ছা জানাই।

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

সূচিপত্র

তিন পুরুষের রবীন্দ্রনাথ	২১
উপেন্দ্রকিশোর এখনও অনালোকিত	৩৯
উপেন্দ্রকিশোর ও 'টুনটুনির বই'	৫৪
মসূয়ার মাটিতে হারিয়ে যাচ্ছে উপেন্দ্রকিশোরের স্মৃতি	৬৫
রামানন্দ ও উপেন্দ্রকিশোর	৭১
ইউ রায় অ্যান্ড সন্স	৭৯
কুলদারঞ্জন ও রবিনহুড	৮৭
বনের খবর মনের খবর	৯৫
সুখলতা রাও : প্রায় ভুলে যাওয়া একটি নাম	১০৬
সুকুমারের ছড়া : বৈচিত্র্যে অনন্য	১১৮
সুকুমার গল্পের, সুকুমার নাটকের	১২৫
পুরোনো-ফুরোনো নয়, চিরনতুন সুকুমারের 'হ-য-ব-র-ল'	১৩৯
সুকুমার রায় ও মণ্ডা ক্লাব	১৪৫
গল্পকথার পুণ্যলতা	১৫৪
উপেন্দ্রকিশোরের সন্তান সুবিনয় আড়ালেই রয়ে গেলেন	১৬৪
সুবিমলকে আমরা মনে রাখিনি	১৭৪
প্রোফেসর শঙ্কু : চেনা কল্পবিজ্ঞানের অচেনা জগৎ	১৮১
সত্যজিতের ফেলুদা : প্রাণময়তায় উজ্জ্বল	১৯৪
সত্যজিৎ : রহস্যের অন্য জগৎ	২০৭

সত্যজিৎ : ছড়াতেও স্বচ্ছন্দ ২১৮

চারকন্যের গোয়েন্দাকাহিনি ২২৪

সরসতায় ভালোবাসায় মায়াবী-কলমে বড়ো হয়ে ওঠার কথা ২৩২

আড়ালে থাকা রায়বাড়ি ২৪১

ক্রীড়াচর্চায় সত্যজিতের পরিবার ২৫১

অবিস্মরণীয় 'সন্দেশ' ২৬১

পরিশিষ্ট ২৭৭-৩২০

আমাদের বংশের পরিচয়

মুক্তিদারঞ্জন রায় ২৭৯

গ্রন্থপঞ্জি

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ২৮৫

কুলদারঞ্জন রায় ২৯২

সুকুমার রায় ২৯৫

সুখলতা রাও ২৯৮

সুবিনয় রায়চৌধুরী ৩০১

হিতেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৩০৪

প্রভাতরঞ্জন রায় ৩০৬

পুণ্যলতা চক্রবর্তী ৩০৮

সুবিমল রায় ৩১০

লীলা মজুমদার ৩১১

সত্যজিৎ রায় ৩১৫

পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বই ৩১৮

তিন পুরুষের রবীন্দ্রনাথ

উপেন্দ্রকিশোর তখন থাকতেন সুকিয়া স্ট্রিটের ২২ নম্বর বাড়িতে। সুকিয়া স্ট্রিট থেকে জোড়াসাঁকো আর কতদূর! ইচ্ছে হলে হেঁটেই, পায়ে পায়ে পৌঁছোনো যায় অনায়াসে। জোড়াসাঁকো থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই আসতেন সুকিয়া স্ট্রিটে, উপেন্দ্রকিশোরের বাড়িতে। উপেন্দ্রকিশোর যেতেন কখনও জোড়াসাঁকোয়। পরস্পরের মধ্যে ছিল সৌহার্দ্যময় সখ্যের সম্পর্ক। একত্রিত হলেই সাহিত্যালোচনা, শুধু সাহিত্য নয়, গানবাজনাও হত। রবীন্দ্রনাথ নতুন লেখা গান গেয়ে শোনাতেন। গানের সঙ্গে বেহালার সঙ্গত, বেহালা বাজাতেন উপেন্দ্রকিশোর।

সাহিত্যালোচনা ও গানবাজনার জমাটি আড্ডার পর রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোয় না ফিরে সেদিন যাচ্ছিলেন আরেক বন্ধু-গৃহে। অদূরেই থাকতেন তিনি। সুকিয়া স্ট্রিট ধরে একটু এগোলেই আপার সার্কুলার রোড। বড়োরাস্তার উপরই আচার্য জগদীশচন্দ্রর বাড়ি। দু-জনে দু-জগতের মানুষ। কাজের জগৎ ও মনের জগতের মধ্যে কোনো বৈরিতা ছিল না। সচরাচর এমন সখ্য কমই দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের গল্প ঘিরে জগদীশচন্দ্রর ছিল অদ্ভুত ভালো-লাগা। অনুবাদও করেছিলেন। প্রতিদিন নতুন নতুন গল্প শোনাবেন, এই শর্তে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে জগদীশচন্দ্র শিলাইদহে গিয়েছিলেন। বন্ধুর শর্তপূরণে কবিও কম তৎপর হননি। বিজ্ঞানী-বন্ধুকে রবীন্দ্রনাথ একটি নয়, উৎসর্গ করেছিলেন দুটি বই। একটি কাব্যগ্রন্থ, আরেকটি উপন্যাস। 'কথা' ও 'গোরা'।

উপেন্দ্রকিশোরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে পড়ে যায় বিজ্ঞানী-বন্ধুর কথা। জগদীশচন্দ্রর সঙ্গে দেখা করার বাসনায় দু-পা সবে এগিয়েছেন, হঠাৎই নজরে পড়ে এক নিদারুণ দৃশ্য। আতঙ্কে-আশঙ্কায় অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন রবীন্দ্রনাথ। ফুটপাথে পড়ে রয়েছে একটা মরা ইঁদুর।

ইঁদুরের নিথর দেহ দেখে অতি দুঃখে বিচলিত হয়েছেন, ব্যাপারটা তা নয়। বিচলিত হওয়ার আড়ালে রয়েছে বৃহত্তর কারণ। আসলে আশপাশের ছোটোদের কথা ভেবে উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন কবি। মরা ইঁদুরের পাশে ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে খেলছিল। রবীন্দ্রনাথের উদ্‌বিগ্নতা তাদের নিয়ে। কলকাতা শহরে প্লেগ তখন ভয়াবহ আকার নিয়েছে। দিনে দিনে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে, বেঘোরে মারাও যাচ্ছে। ভগিনী নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে কবি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরেছেন, আর্ত-পীড়িত মানুষের সেবা করেছেন।

ইঁদুর যে প্লেগ রোগের উৎস, বহন করে জীবাণু, এ তথ্য তো কারও অজানা নয়! পড়ে-থাকা মরা ইঁদুরের পাশে মহানন্দে খেলছে ছোটোরা, ওরা যদি আক্রান্ত হয়, এমনটি ভেবে বিচলিত হয়েছিলেন কবি। ছোটোদের প্রতি তাঁর ছিল গভীর ভালোবাসা। তাই এক মুহূর্তও দেরি না করে, তখনই ফিরে গিয়েছিলেন উপেন্দ্রকিশোরের বাড়ি।

সব শুনে উপেন্দ্রকিশোরও বিচলিত কম হননি। উদ্‌বিগ্ন হয়ে উপেন্দ্রকিশোর মুহূর্তে কেরোসিন জোগাড় করে ফেলেছেন। চাকরবাকরদের ডাক দিয়েছেন। তাদের নিয়ে দুই বন্ধু রবীন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রকিশোর দ্রুত পায়ে পৌঁছেছেন সেখানে। কেরোসিন ঢেলে ইঁদুরটাকে জ্বালাবার ব্যবস্থা করেছেন।

আপাতভাবে এ ঘটনার গুরুত্ব কতদূর বিস্তৃত, তা হয়তো বোঝা যাবে না। ঘটনাটি প্রক্ষিপ্ত নয়, এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তিও ঘটেছে। ছোটোদের প্রতি তাঁদের ভালোবাসায়, দায়বদ্ধতায় কখনো ঘাটতি পড়েনি। দুই বন্ধু রবীন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রকিশোরের মনের গঠন একই রকম ছিল বলেই পরস্পরের মধ্যে মাধুর্যময় সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। সে সম্পর্কে চিড় ধরেনি। অটুট ছিল অমল বন্ধুত্ব।

নিখাদ সেই বন্ধুত্ব এক প্রজন্ম থেকে সঞ্চারিত হয়েছিল আরেক প্রজন্মে। পিতার সঙ্গে সখ্য, পরে সখ্য স্থাপিত হয়েছে পুত্রের সঙ্গেও। এমন দৃষ্টান্ত খুব বেশি লক্ষ করা যায় না। শুধু তো উপেন্দ্রকিশোর নন, সুকুমার রায়ও ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বন্ধু। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হয় 'যুবক বন্ধু'।

রবীন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রকিশোর দু-জনেই ছিলেন সমবয়েসি। দু-বছরের ছোটোবড়ো। উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন ছোটো। সমবয়েসি বলেই বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়েছিল, তা নয়, সমমনস্কতাই তাঁদের কাছে এনেছিল। ব্রাহ্মধর্মের প্রতি দু-জনেরই ছিল অন্তর-উৎসারিত আকর্ষণ। পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে তাও ভূমিকা নিয়েছিল।

উপেন্দ্রকিশোরের বন্ধু শশীকুমার হেস ছবি আঁকার পাঠ নিতে গিয়েছিলেন ফ্রান্সে। ছবি আঁকার, বিশেষ করে অয়েল পেন্টিং-এর পাঠ নিয়ে কলকাতায় ফিরে অধীত বিদ্যা কাজে লাগিয়ে ছিলেন তিনি। অয়েলপেইন্টিঙে তাঁর খ্যাতি এদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

দ্রুত সুনামের অধিকারী হয়ে-ওঠা শশীকুমার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্র অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের অয়েল পেন্টিং করার বরাত পেয়েছিলেন। ঠাকুরবাড়ির 'ক্যাশবহি'তে শশীকুমারকে দেওয়া অর্থের উল্লেখ রয়েছে। সেই কাজের সূত্রে উপেন্দ্রকিশোরের সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে শশীকুমারের কাছে প্রথম এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তখনই কবির সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোরের পরিচয়।

মনের সঙ্গে মন মিলে গেলে অন্তরঙ্গতা হতে সময় লাগে না। এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম ঘটেনি। অল্প সময়ের মধ্যেই বন্ধুত্ব গভীর হয়েছে। পরস্পরের প্রতি নির্ভরতা বেড়েছে। রবীন্দ্রনাথের বইয়ের ছবি এঁকে দিয়েছেন উপেন্দ্রকিশোর। আরও বড়ো বন্ধুকৃত্য করেছেন

রবীন্দ্রনাথ। উপেন্দ্রকিশোরের বইয়ের পরিমার্জনকর্মেও কবি সহায়তা করেছেন। সংশোধন ও পরিমার্জন শুধু নয়, রবীন্দ্রনাথ প্রুফও দেখে দিয়েছেন। সখ্য কত গভীর হলে প্রুফ দেখে দেওয়ার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নেওয়া যায়, তা সহজেই অনুমেয়।

প্রথম জীবনে উপেন্দ্রকিশোর হারমোনিয়াম শিক্ষার একটি বই লিখেছিলেন। সে বই পরে উপেন্দ্রকিশোর প্রায় প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। নিঃশেষিত বইটির যথেষ্ট চাহিদা থাকা সত্ত্বেও পুনর্মুদ্রণে ডোয়ার্কিন এণ্ড সনকে সম্মতি দেননি উপেন্দ্রকিশোর। ছাপা হলে নিশ্চিতভাবে আর্থিক লাভের সম্ভাবনা, তা সত্ত্বেও পুনর্মুদ্রণে অসম্মতি, এর ফলে এটা অন্তত স্পষ্ট হয়, উপেন্দ্রকিশোর নিজেই চাননি 'শিক্ষক ব্যতিরেকে হারমোনিয়াম শিক্ষা' বইটি পুনরায় ছাপা হোক। এ বইটিকে বাদ দিলে 'ছেলেদের রামায়ণ'ই উপেন্দ্রকিশোরের প্রথম বই। ছোটোদের জন্য লেখা প্রথম বই যে 'ছেলেদের রামায়ণ' তা নিয়ে অবশ্য ভিন্নতর মতের কোনো অবকাশ নেই। 'শিক্ষক ব্যতিরেকে হারমোনিয়াম শিক্ষা' প্রকাশের (১৮৮৮) ন-বছর পর প্রকাশিত হয় 'ছেলেদের রামায়ণ'।

ছোটোদের জন্যই লিখতে চেয়েছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। স্বতঃস্ফূর্তভাবে জেগে ওঠা আগ্রহের বাস্তব রূপ দিতে গিয়ে নিজেকে নিংড়ে দিয়েছিলেন তিনি। অতীব যত্নে বইয়ের ছবি ও প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন। মুদ্রণ-বিপর্যয়ে ছবিগুলি খুবই কদাকার ছাপা হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই ঘটনায় উপেন্দ্রকিশোর মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। দীর্ঘ ব্যবধানে, প্রায় দশ বছর পর এ বইয়ের পরের সংস্করণ প্রকাশিত হয়। লেখায়, ছাপায় ও ছবিতে যথার্থ অর্থেই 'প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা একটি নূতন পুস্তক'। যে বইটিকে কেন্দ্র করে উপেন্দ্রকিশোর শিশুসাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশ করেছিলেন, সেই 'ছেলেদের রামায়ণ' প্রকাশের পর উপেন্দ্রকিশোর বুঝেছিলেন, 'পুস্তকখানি শিশুদের উপযোগী করিতে গিয়া, বিষয়ে অতি সংক্ষিপ্ত হওয়াতে, মূল গল্পের সৌন্দর্য্যহানি ঘটিয়াছে।' তাই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সে বই আবার নতুন করে লিখলেন। লিখে যে সাফল্য পেলেন, তার আড়ালে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা, সক্রিয় সহযোগিতা। সেই সহযোগিতার কথা স্বীকার করে উপেন্দ্রকিশোর লিখেছেন, 'শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই পুস্তক প্রণয়ন বিষয়ে আমাকে যেরূপ উৎসাহ দান ও সহায়তা করিয়াছেন, সে ঋণ পরিশোধ করিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। পুস্তকের পাণ্ডুলিপি এবং প্রুফ তিনি আদ্যোপান্ত সংশোধন পূর্বক ইহার অনেক ত্রুটি দূর করিয়া দিয়াছেন।'

'ছেলেদের রামায়ণ' প্রকাশ করেছিলেন 'হাসিখুশি'-প্রণেতা যোগীন্দ্রনাথ সরকার, তাঁরই প্রতিষ্ঠিত 'সিটি বুক সোসাইটি' থেকে। উপেন্দ্রকিশোরের 'ছেলেদের মহাভারত'ও প্রকাশিত হয়েছিল যোগীন্দ্রনাথের ব্যবস্থাপনায়। এ বইতেও রয়েছে রবীন্দ্রনাথের স্পর্শ। সে স্পর্শে বইটি আরও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছিল। লিখতেই কবি শুধু প্রাণিত করেননি, পাণ্ডুলিপি পড়ে স্বহস্তে সংশোধনও করে দিয়েছিলেন। 'গ্রন্থকারের নিবেদন' অংশে